শিল্পবার্তা

বর্ষঃ ৮ | সংখ্যাঃ ১৫ | শ্রাবণঃ ১৪২৬ | জুলাইঃ ২০১৯

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৭ প্রদান

বিবেকহীন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান রাষ্ট্রপতির

'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার ২০১৭' বিতরণ অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'অসাধু ব্যবসায়ীরা পণ্যে ভেজাল মিশিয়ে ও নিম্নমানের পণ্যদ্রব্য বিক্রির মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না। সৎ ও সাধু ব্যবসায়ীদের জন্য আমাদের সরকারের দরজা সবসময়ই খোলা রয়েছে। সরকার অসৎ ও অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবে না।' ব্যবসাকে একটি মহৎ পেশা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইসলামেও ব্যবসাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু অসৎ ও অসাধু ব্যবসায়ীর কারণে আজ সৎ ও ভালো ব্যবসায়ীদের সুনামও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। ভেজাল বা নিম্নমানের কারণে বিদেশে যখন বাংলাদেশী কোন পণ্য নিষিদ্ধ হয় বা বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে হয়, তখন বাণিজ্যিক ক্ষতির পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তিরও ক্ষতি হয়। এ সময় শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানের সঙ্গে আপস না করার বিষয়ে দৃঢ় আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। আবদুল হামিদ বলেন, সরকারের সময়োপযোগী, শিল্পবান্ধব নীতি ও কর্মসূচির কারণে মানসম্পন্ন শিল্পায়নের কারণে দেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান ৩৩ দশমিক ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সরকার বর্তমানে বেসরকারিখাত ও উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিচ্ছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) এক সংখ্যার সুদে ঋণ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নারী এসএমই উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দেয়া হচ্ছে। শিল্পায়নের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেসরকারিখাতের বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বেসরকারিখাত যত শক্তিশালী হবে, শিল্পায়নের গতি তত বাড়বে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম ও রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি পরে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন শিল্প ইউনিটের ১৪ জন প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির এবং হাইটেক শিল্পসহ সব সেক্টরকে সমন্বিত করে ছয়টি বিভাগে এ পুরস্কার দেয়া হয়। এর মধ্যে বৃহৎ শিল্প বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তপন চৌধুরী, এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেডের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ এবং অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোবারক আলী। মাঝারি শিল্প বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন গ্রীন টেক্সটাইল লিমিটেডের এমডি তানভীর আহমেদ, ডিঅ্যান্ডএস প্রিটি ফ্যাশনস্ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী তালুকদার এবং জেএমই এগ্রো লিমিটেডের এমডি চৌধুরী হাসান মাহমুদ। ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন অকো টেক্স লিমিটেডের এমডি প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, এপিএস অ্যাপারেলস লিমিটেডের এমডি মোঃ শামীম রেজা ও বিএসপি ফুড প্রডাক্ট (প্রাইভেট) লিমিটেডের এমডি অজিত কুমার দাস। মাইক্রো শিল্প বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন স্মার্ট লেদার প্রডাক্টের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক বেগম মাসুদা ইয়াসমিন উর্মি। কুটির শিল্প বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন কোর-দি জুট ওয়ার্কস এর পরিচালক বার্থা গীতি বারৈ এবং প্রতিবেশী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন সংস্থার স্বত্ত্বাধিকারী রোকছানা পারভীন দীপু। এছাড়া হাইটেক শিল্প বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেডের চেয়ারম্যান এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম ও ন্যাসেনিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ শায়ের হাসান।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মত জাতীয় শিল্প মেলার আয়োজন

দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রথম জাতীয় শিল্প মেলা আয়োজন করা হয়। গত ৩১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সপ্তাহব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন। মেলায় সারা দেশ থেকে ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৩শ' উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা কৃষিপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বিদেশে রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার খোঁজার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি শিল্পায়ন করতে গিয়ে কৃষি জমি যেন নষ্ট না হয় সেদিকেও নজর দিতে বলেন। পণ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'আমরা যদি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রপ্তানি করতে চাই তাহলে কার্গো আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন কার্গো ভাড়া করে চালানো হচ্ছে। বিমানকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে,শুধু প্যাসেঞ্জার টেনে বিমানকে লাভজনক করা যাবে না। কার্গো আমাদের দরকার। কার্গো ভিলেজ আমাদের তৈরি করা দরকার।'

ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদকে দেশে শিল্পায়নে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরও সুদ কমছে না। কেন কমছে না,তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও কোনো কোনো ব্যাংক সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে (এক অঙ্কে) নামায়নি। উল্টো তারা ১৬ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিচ্ছে বলে ব্যাংক মালিকদের সমালোচনা করেন তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যাংক মালিকদের অন্যান্য ব্যবসা খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করার জন্য ব্যবসায়ীদেরও অনুরোধ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন,'বেসরকারি খাতে আমরা ব্যাপকভাবে ব্যাংক করার সুযোগ দিয়েছি। আমার সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি ব্যাংক-বীমা করার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছি। তবে শুধু ব্যাংক দিলেই হবে না, মানুষের মধ্যে ব্যাংক ব্যবহারের একটা প্রবণতাও তৈরি করতে হবে। সেটাও আমরা করে দিয়েছি।' ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন,'ইমার্জেন্সি টাইমেও (ওয়ান ইলেভেন জরুরি অবস্থার সময়) অনেকেই ভুক্তভোগী। অনেক ব্যবসায়ীকে কষ্ট পেতে হয়েছে আমি জানি। কেউ জেলে গেছেন, কেউ দেশ ছাড়া। কারও ব্যবসা-বাণিজ্য, কারও শিল্প বন্ধ ছিল প্রায় দুই বছর। তাদের জন্য আমরা এরই মধ্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি। ইতিমধ্যে তাদের বিশেষভাবে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও দিতে চাই। কারণ আমরা চাই ব্যবসায়ীরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোভাবে করতে পারে,শিল্পায়নটা আরও দ্রুত যেন হয়।'

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'বাংলাদেশে শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। আমাদের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। কাজেই কৃষিভিত্তিক শিল্প আমাদের দরকার। সেক্ষেত্রে একদিকে আমাদের যেমন শিল্পায়ন প্রয়োজন, অপরদিকে আমাদের কৃষিপণ্য এবং খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত করার শিল্পের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।' পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন,'আমাদের একটা সার্বিক হিসাবে আছে দেশে ৭৮ লাখের মতো শিল্প-কারখানা বেসরকারি খাতে আছে। প্রতি বছর সেখানে যদি একটা মানুষ কাজের সুযোগ পায় তাহলে ৭৮ লাখ লোক তো কাজ পেল। তারপরও কেন আমাদের হচ্ছে না সেটা হল কথা।'

উপস্থিত শিল্পপতিদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন,'আপনারা পণ্য উৎপাদন করবেন,তার সবকিছুই তো আর রপ্তানি হবে না। নিজের দেশেও বাজার সৃষ্টি করতে হবে। আর নিজের দেশে বাজার সৃষ্টি করতে হলে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। আর তাহলেই পণ্য বিক্রি হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন,'নিজের দেশে যেখানে ১৬ কোটি মানুষ সেখানে তো একটি বিরাট বাজার নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়ে আছে। শুধু এই বাজারটিতে আপনাদের ধরতে হবে। কাজেই শিল্প গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কীভাবে বাড়ানো যায় সেদিকেও আপনাদের দৃষ্টি দিতে হবে।' শিল্প-কারখানার মালিকদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, প্রধানমন্ত্রীর শিল্প ও বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এবং শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম।

১ম জাতীয় শিল্প মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯৯.৩০ শতাংশ অর্জন

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ৯৯.৩০ শতাংশ। এটি বিগত যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি। এমনকি এডিপি বাস্তবায়নের হার জাতীয় গড়ের চেয়েও বেশি।

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	ত্রিডিপ বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ				অর্থ ছাড় (%)	মোট ব্যয় (%)
			জিওব	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট		
২০১৪-১৫	৩৩	১৫৩০.৯৯	৭৬৪.৩৮	৫৯১.৬০	০.০০	১৩৫৫.৯৮	১১০৩.৭৪ (৮১.৪০%)	১০৬৯.২৬ (৭৮.৮৬%)
২০১৫-১৬	৩৮	১১৯২.৩৮	৮৬১.৩০	১৯২.০৮	০.০০	১০৫৩.৩৮	৬১৩.৯৪ (৫৮.২৮%)	৫৭০.৫৫ (৫৪.১৬%)
২০১৬-১৭	৪৯	১৩২০.৩১	৪৭৭.১৭	৮৫.৩৯	১.০০	৫৬৩.৫৬	৫০১.৬৩ (৮৯.০১%)	৪৬৩.৫০ (৮২.২৫%)
২০১৭-১৮	৪৪	১৪৩৪.৫৩	৮৪৪.০৬	১০.৩২	০.১৫	৮৫৪.৫৩	৮১৮.৮৩ (৯৫.৮২%)	৬৪৪.৫২ (৭৫.৪২%)
২০১৮-১৯	৫৩	১০৬২.৩০	১০২৯.৯৬	৫৭.২৯	০.০৫	১০৮৭.৩৬	১১০৪.৬৫ (১০১.৬০%)	১০৭৯.৭৭ (৯৯.৩০)

মোট ব্যয়

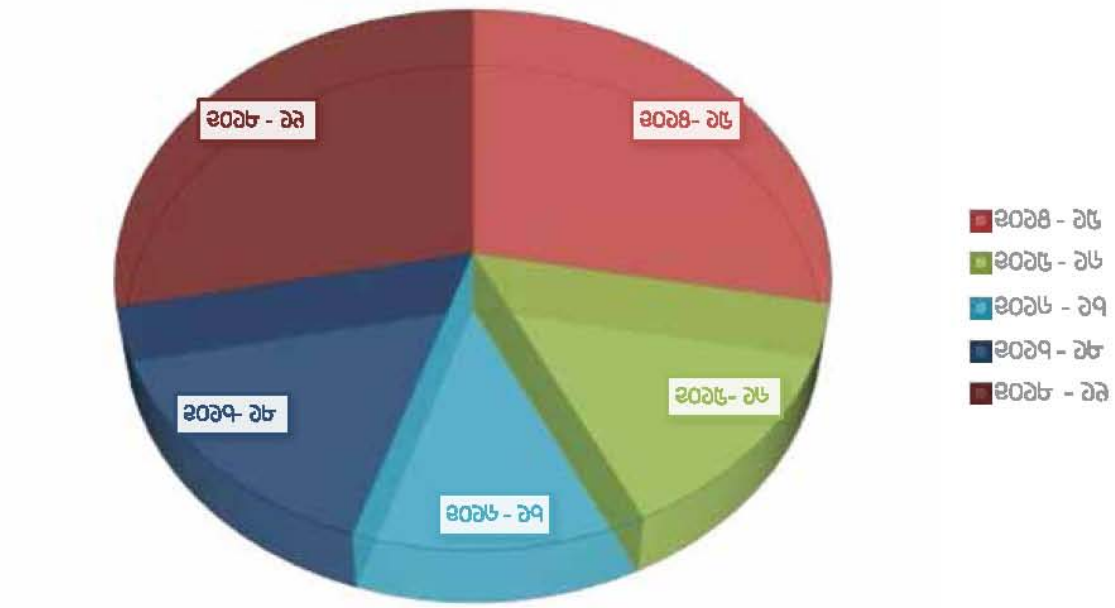

জাতীয় শিল্প মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে ২৪ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান পুরস্কৃত

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহায়তা অব্যাহত থাকবে: শিল্পমন্ত্রী

জাতীয় শিল্প মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের সাথে শিল্পমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়নের জন্য শিল্পখাতের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি। তিনি বলেন, সরকার নিজে ব্যবসা করবে না তবে ব্যবসা ও উৎপাদনবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করবে। শিল্প মন্ত্রণালয় টেকসই শিল্পখাতের বিকাশে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। উদ্যোক্তারা যেখানেই সমস্যায় পড়ছেন, সেখানেই শিল্প মন্ত্রণালয় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ০৬ এপ্রিল প্রথম জাতীয় শিল্প মেলা ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি। এতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দক্ষ বেসরকারিখাত গড়ে তুলতে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ ও মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি অর্থায়নকে এসএমই খাতের বড় সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করে দ্রুত এটি কেটে যাবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদেরকে পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন এবং পণ্য বৈচিত্র্যকরণের তাগিদ দেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, টেকসই শিল্পায়নের জন্য শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন জরুরি। শিল্পখাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে বিটাকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হবে। তিনি সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকেও দক্ষতা উন্নয়নধর্মী প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের পরামর্শ দেন। এর মাধ্যমে শিল্প উৎপাদনে গুণগত পরিবর্তন এনে ২০২১ সালের মধ্যেই শিল্প সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পরে শিল্পমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ২৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে কুষ্টিয়ার বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, রাজধানীর নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেড এবং রানার অটোমোবাইলস্ লিমিটেড। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে রাজধানীর মেসার্স রকসি পেইন্টস্ লিমিটেড, মেসার্স ফাস্ট অটো ব্রিক্স লিমিটেড এবং প্রমি এগ্রো ফুডস্ লিমিটেড। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাগরিতে নাটোরের মেসার্স নবতি ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা:) লিমিটেড, রাজধানীর মেসার্স এগ্রো মেশিনারী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং এনেক্স বাংলাদেশ। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে রংপুরের রংপুর ক্রাফট, ঢাকার ডিজাইন বাই রুবিনা এবং কারিগর। হস্ত ও কারু শিল্প ক্যাটাগরিতে রাজধানীর জারমার্টজ লিমিটেড, ময়মনসিংহের সাকুরা হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার এবং ঢাকার প্রকৃতি হ্যান্ডক্রাফট। কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে রাজধানীর মম'স কালেকশন, নেত্রকোণার নবাবী ফুটওয়্যার লিমিটেড এবং কুষ্টিয়ার কে.বি.পটারি ইন্ডাস্ট্রিজ। হাইটেক শিল্প ক্যাটাগরিতে গাজীপুরের ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, রাজধানীর শ্যামলী আইডিয়া প্রিন্টিং সলিউশন এবং স্যামসাং ইন্ডাস্ট্রির ফেয়ার ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড। বয়লার শিল্প ক্যাটাগরিতে ঢাকার মডার্ণ ইরেকশন লিমিটেড, আলিফ বয়লার কোম্পানি লিমিটেড এবং গোল্ডেন বয়লার কোম্পানি লিমিটেড।

বিএসইসি এবং সৌদি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিএসইসি এবং রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানির মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ০৭ মার্চ ২০১৯ তারিখ বিদ্যুৎ, জনশক্তিসহ কয়েকটি খাতে বিনিয়োগের জন্য সৌদি আরবের সঙ্গে দুটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশে বড় ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে তাঁর কার্যালয়ে সৌদি প্রতিনিধিদের সঙ্গে এসব চুক্তি ও সমঝোতায় সই করেন বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানি ও সংস্থার প্রতিনিধিরা। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এবং রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানি ক্যাবল উৎপাদনে একটি সমঝোতা স্মারক করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুল হালিম এবং রিয়াদ ক্যাবলস গ্রুপ অব কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মুস্তফা মোহাম্মদ রাফিয়া এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ট্রান্সফর্মার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম উৎপাদনে সৌদি কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের সঙ্গে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সুলতান আহমেদ ভূঁইয়া এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশনের পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ বিন নাজিব আল হিজ্জি এই চুক্তিতে সাক্ষর করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য উন্নয়নে সৌদি আরব নতুন অধ্যায়ের সূচনায় আরও যে চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় সেগুলো হলো-১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সৌদি আরবের আলফানার কোম্পানির সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ এর চুক্তি। বাংলাদেশ সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং সৌদি আরবের আল মাম ট্রেডিং এস্টেটের মধ্যে জনশক্তি রপ্তানি বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ প্লান্ট নির্মাণে দেশটির ইউসুফ আল রাজি কনস্ট্রাকশন এস্টেটের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন। 'সৌদি-বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব বায়ো-মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সৌদি আরবের আল আফালিক গ্রুপ ও বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তাফা কামাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. কে আবদুল মোমেন, পরিকল্পনামন্ত্রী আব্দুল মান্নান, বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখে সৌদি বাদশাহ'র আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে রিয়াদ সফরে বাংলাদেশ ও সৌদি আরব শিল্প ও বিদ্যুত খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকগুলো সই হয়েছে।

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ অনুষ্ঠিত

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী সাথে ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ১৬-২৩ মার্চ, ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৮ দিনব্যাপী '৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯' আয়োজন করে। ১৬ মার্চ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের 'হল অব ফেম' এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ। আরো উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। এ বছর সারাদেশ থেকে ৩০৮টি এসএমই প্রতিষ্ঠান ৩০৮টি স্টলে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, মেলায় মিডিয়া সেন্টার, রক্তদান কেন্দ্র ও ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথের ৭টি স্টল ছিল। মেলায় ৭০% নারী-উদ্যোক্তা অংশ নেন। মেলায় দেশে উৎপাদিত পাটজাত পণ্য, খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হারবাল পণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, প্লাস্টিক ও সিনথেটিক পণ্য, হস্তশিল্প পণ্য, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যারসহ বিভিন্ন দেশীয় পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। মেলায় ৫ কোটি ৭ লাখ টাকার পণ্য বিক্রয় ও ৯ কোটি ৬ লাখ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পাওয়া যায়। মেলা উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পকে সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা দেবে সরকার

শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পকে সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা দেবে। দেশে ২০২৭ সাল নাগাদ মোটর সাইকেলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লাখে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি একই সময়ের মধ্যে এ শিল্পখাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ১৫ লাখে উন্নীত করা হবে। এসব লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। গত ২৩ জুন মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত সমন্বয় পরিষদের সভায় এ তথ্য জানানো হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। এ সময় শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিডা, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিআরটিএ'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিএসটিআই, বিটাক, বিএসইসি ও বিসিকের প্রধান, বাংলাদেশ মোটর সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিসহ মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় দেশীয় মোটর সাইকেল শিল্পের বুনিয়াদ শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভেন্ডর উন্নয়ন, অটোমোবাইল খাতের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, মোটর সাইকেল পশ্চাৎ-সংযোগ শিল্প পার্ক ও বাংলাদেশ অটোমোটিভ ইন্সটিটিউট স্থাপন, মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রেশন ব্যয় কমানো ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগীকরণসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনা হয়। সভায় মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্প উদ্যোক্তারা এ শিল্প বিকাশের পেছনে প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। এসময় তারা বলেন, ইতোমধ্যে মোটর সাইকেল শিল্পখাতে উদ্যোক্তারা প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। মোটর সাইকেলের আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের শুল্ক হার তুলনামূলক কম হওয়ায় দেশীয় খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী ভেন্ডররা কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে। এছাড়া, পণ্যের গুণগত মান

যাচাইয়ে প্রতিষ্ঠানিক সুযোগের সীমাবদ্ধতা, প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় অধিক রেজিস্ট্রেশন ব্যয়, ঘন ঘন এসআরও জারি ও শুল্ক নীতির পরিবর্তন, সিকেডি ও সিবিইউ মোটর সাইকেল আমদানিতে ক্রমান্বয়ে শুল্ক ব্যবধান হ্রাস পাওয়ায় উদীয়মান এ শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে বলেও তারা মন্তব্য করেন। সভায় মোটর সাইকেল শিল্প উদ্যোক্তারা এসএমই অর্থায়নের আওতায় এ শিল্পখাতে ব্যাংক ঋণের সুযোগ তৈরির দাবি জানান। তারা দেশে উৎপাদিত মোটর সাইকেলের গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে একটি মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি এখাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরামর্শ দেন। তারা প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোটর সাইকেলের রেজিস্ট্রেশন খরচ নির্ধারণের জন্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন এ শিল্পে উৎপাদিত যন্ত্রাংশের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে বিএসটিআই এবং বিটাক উদ্যোক্তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। তিনি নতুন কারখানা স্থাপনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের নির্দেশনা দেন। জনকল্যাণে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলেও অযৌক্তিক রেজিস্ট্রেশন ব্যয় বাড়িয়ে জনগণকে কষ্ট দেয়া সরকারের লক্ষ্য নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় আমদানিকৃত পণ্যে অধিকহারে কর আরোপের পাশাপাশি দেশিয় উৎপাদকদের কর রেয়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রেশনখাতে কর ফাঁকি বন্ধ করতে বিক্রিত মোটর সাইকেলের তালিকা স্থানীয় জেলা প্রশাসক, বিআরটিএ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রেরণের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেন।

বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেল ৭১টি প্রতিষ্ঠান

শিল্পমন্ত্রীর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করছে হোহেনস্টেইন ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রতিনিধি

গত ৯ জুন পালিত হল 'বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৯'। এ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ইতোমধ্যে ৭১টি দেশি-বিদেশি ল্যাবরেটরি, সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন সংস্থাকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে ৬২টি দেশীয় এবং বহুজাতিক টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, ২টি মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি, ২টি ইন্সপেকশন ও ৫টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা রয়েছে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সভাপতি ওসামা তাসীর। এতে বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, রূপপুর পারমাণবিক মেগা প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির মান টেস্টিং ল্যাবরেটরি ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মাদ আলমগীর এবং জার্মানভিত্তিক টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি হোহেনস্টেইন ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশ লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক জনি ইয়াসমিন কান্তা বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ব্যবসা ও শিল্পবান্ধব সরকার। এর ফলে দেশে ক্রমেই বেসরকারিখাতের বিকাশ ঘটছে। গুণগতমান বলতে আন্তর্জাতিক মানকে বোঝায় উল্লেখ করে তিনি পণ্য ও সেবা রপ্তানির লক্ষ্য অর্জনে দেশীয় পণ্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার তাগিদ দেন। এক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। নূরুল মজিদ মাহমুদ আরও বলেন, শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করছে। শিল্পখাতে বিদেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রকৃত অর্থেই 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' নিশ্চিত করা হবে। দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মত একই সুবিধা দেয়া হবে। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি চামড়া, প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশলসহ উদীয়মান শিল্পখাতগুলোতে কর সুবিধা দিতে শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণ করেছে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বহুজাতিক ও দেশীয় ক্যাটাগরিতে দু'টি টেস্টিং ল্যাবরেটরি এবং একটি পরিদর্শন সংস্থার প্রতিনিধির হাতে বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন সনদ তুলে দেন। অ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- জার্মানভিত্তিক টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি হোহেনস্টেইন ল্যাবরেটরিজ বাংলাদেশ লিমিটেড, দেশের রূপপুর পারমাণবিক মেগা প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর মান টেস্টিং ল্যাবরেটরি ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড ও দেশীয় পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টেস্টিং, ক্যালিব্রেশন অ্যান্ড ইন্সপেকশন সার্ভিসেস লিমিটেড (এনটিসিএল)। এর আগে সকালে শিল্পসচিবের নেতৃত্বে বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

বিএসটিআই'র ৩২তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

অনলাইনে মিলবে বিএসটিআই প্রণীত 'বাংলাদেশ মান বিডিএস'

অনলাইনে মিলবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) প্রণীত পণ্য ও সেবার মান বিষয়ক নির্দেশিকা বাংলাদেশ মান (বিডিএস)। ১৬ এপ্রিল, ২০১৯ রাজধানীর তেজগাঁওস্থ বিএসটিআই প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ বিএসটিআই কাউন্সিল সভার শেষে শিল্পমন্ত্রী ও বিএসটিআই কাউন্সিলের সভাপতি নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বিএসটিআই'র 'ই-ক্যাটালগ এবং বাংলাদেশ মান (বিডিএস) বিক্রি' শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, অনলাইনে বিডিএস বিক্রয় কার্যক্রম চালু হওয়ায় এখন থেকে কোনো গ্রাহককে বিএসটিআইতে এসে বিডিএস সংগ্রহ করতে হবে না। ঘরে বসে অনলাইনে বিডিএস সংগ্রহ করা যাবে। লাইসেন্স গ্রহণের আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্রসহ অনলাইনে বিডিএস ক্রয়ের রশিদ জমা দিতে হবে। এটা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণের আরেকটি ধাপ বলেও উল্লেখ করেন শিল্পমন্ত্রী। উল্লেখ্য, বিডিএস হলো পণ্য ও সেবার মান বিষয়ক বিএসটিআই কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিনির্দেশিকা। বিএসটিআই'র লাইসেন্স গ্রহণের আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবার বাংলাদেশ মান তথা বিডিএস সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক। বিএসটিআই কাউন্সিল সভায় সহ-সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এবং শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম। কাউন্সিল সভার সদস্য-সচিব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএসটিআই মহাপরিচালক মোঃ মুয়াজ্জেম হোসাইন। এছাড়া সভায় শিল্প, অর্থ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বস্ত্র ও পাট, তথ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বাণিজ্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, স্বরাষ্ট্র, আইসিটি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রধান তথ্য অফিসার, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক,কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বিসিএসআইআর, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক, ইপিবি এবং এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, ক্যাবসহ কাউন্সিলের সদস্য এবং এটুআই কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসটিআই কাউন্সিল সভায় শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা কাজে লাগাতে সহায়তা করবে চীন

শিল্পমন্ত্রীর সাথে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাত

জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা কাজে লাগাতে চীন বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন চীনা রাষ্ট্রদূত ঝাং জু (Zhang Zuo)। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শিল্পখাতে ডিজিটালাইজেশন, তথ্য প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং নতুন প্রযুক্তি স্থানান্তরে চীন সহায়তা করবে। ইতোমধ্যে তিন শতাধিক চীনা কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে বলে তিনি জানান। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ঝাং জু গত ৩০ মে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনের সাথে বৈঠককালে এ কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয় ও চীনা দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের শিল্পখাতে চীনা বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি স্থানান্তর, চীনের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর মার্কেটিং রেগুলেশনের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। সাক্ষাতকালে শিল্পমন্ত্রী বলেন, ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে অর্থবহ দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সম্পর্কের সূচনা হয়। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তির আধুনিকায়নসহ সম্ভাবনাময় অনেক খাতে চীনের সহায়তা রয়েছে উল্লেখ করে তিনি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন। নূরুল মজিদ আরও বলেন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে শিল্পখাতে সহায়তার ক্ষেত্র বাড়াতে চীনের আগ্রহের প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় একটি সমঝোতা চুক্তির রূপরেখা চূড়ান্ত করছে। এটি চূড়ান্ত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত প্রেরণ করা হবে। পরবর্তীতে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে এ চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে। এর মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের নতুন সুযোগ উন্মোচিত হবে। তিনি বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগতমান এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া হবে বলে জানান। রাষ্ট্রদূত চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রজেক্ট' বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সহায়তা কামনা করেন। তিনি বলেন, চীনের উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পখাতে বিনিয়োগে আগ্রহী। গতবছর শতাধিক চীনা উদ্যোক্তা বাংলাদেশ সফর করে চীনা পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে এ দেশের উদ্যোক্তাদের সাথে সংলাপে মিলিত হয়েছেন। তিনি পণ্য বিপণনের জন্য এ ধরণের সংলাপ আরও বেশি করে আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক অব্যাহত রাখার তাগিদ দেন।

সকল অংশীজনের সাথে আলোচনা করে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হবে

বিজিসিসিআই আয়োজিত সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী

শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে আলোচনা করে একটি ব্যবসাবান্ধব, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের শিল্পনীতিকে ঘষামাজা করেই দেশের বর্তমান শিল্পনীতি চলছে। সব স্টেক হোল্ডারের সাথে আলোচনা করে বাস্তবতার নিরিখে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হবে। শিল্পমন্ত্রী গত ২১ মে রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে বাংলাদেশ-জার্মান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিজিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশে শিল্পায়ন: পরবর্তী ধাপ (Industrialization in Bangladesh: The next level)' শীর্ষক সেমিনার ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। বিজিসিসিআই'র সভাপতি ব্যারিস্টার ওমর সাদাতের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। জার্মানিকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় রপ্তানি বাজার উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৭ সালে তা ৬.০৮ বিলিয়ন ইউরোতে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের টেক্সটাইল, গণপরিবহন, জ্বালানি, লজিস্টিক ও নির্মাণ শিল্পখাতে জার্মানির উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ রয়েছে। তিনি জার্মানিকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ জোরদার করতে বিজিসিসিআই সদস্যদের ভূমিকা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন। এনবিআর চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, জার্মান বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসায়িক সঙ্গী। এ দেশের সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রফতানি অনেক বেশি। এর পরিমাণ বাড়াতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সব ধরণের সহযোগিতা করবে বলে তিনি জানান। বিজিসিসিআই'র সভাপতি ব্যারিস্টার ওমর সাদাত জাতীয় শিল্পনীতিকে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব করার আহবান জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে জার্মানিসহ ইউরোপের দেশগুলো থেকে বাংলাদেশের উদীয়মান শিল্পখাতে বিনিয়োগ আসবে। এতে বাংলাদেশসহ বিনিয়োগকারী দেশগুলো লাভবান হবে।

পণ্যের গুণগত মানের বিষয়ে জিরো টলারেন্স

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

পণ্যেও গুণগত মানের বিষয়ে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-কে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন, পণ্যের মান এবং পরিমাপ সম্পর্কিত যে কোনো ধরণের অনিয়ম প্রতিরোধে বিএসটিআইকে আপসহীন হতে হবে। জাতীয় মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পণ্য ও সেবার গুণগত মান সুরক্ষা বিএসটিআই'র পবিত্র দায়িত্ব। বিএসটিআই'র সাম্প্রতিক কার্যক্রম প্রশংসার দাবি রাখে। বিএসটিআই কর্মকান্ডের ফলে মানুষের বিবেক নাড়া দিয়েছে। ম্যানেজ করে চলার দিন শেষ। সব ধরণের ভয়ভীতি, প্রলোভন ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। গত ২০ মে তারিখ বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উপলক্ষে তেজগাঁও বিএসটিআই মিলনায়তনে আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতির একক মৌলিকভাবে উত্তম (International System of Units- Fundamentally Better) শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি। শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, পণ্যের মান এবং ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিত করতে হলে, জেলা পর্যায়ে বিএসটিআই'র অফিস সম্প্রসারণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। বিএসটিআই'র একার পক্ষে পণ্য ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় এজন্য পণ্যের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের সৎ থাকতে হবে। ওজন ও পরিমাপে কারচুপি এবং পণ্যে ভেজাল না দেয়ার শপথ নিতে তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান। শিল্পসচিব বলেন, সম্প্রতি বিএসটিআই ৫২ টি নিম্নমানের পণ্যের তালিকা প্রকাশ করেছে। মহামান্য হাইকোর্ট এ বিষয়ে কিছু নির্দেশনাও দিয়েছে। বিএসটিআই তার সীমিত জনবল দিয়ে সর্বোচ্চ সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করছে। এভাবে বিএসটিআই'র লোগো মানুষের আস্থার জায়গায় পৌঁছাবে। বিগত ১০ বছরে বিএসটিআই'র বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের এবং আন্তর্জাতিক অর্জনের বিষয় তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক। তিনি বলেন, বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরি, প্রোডাক্টস সার্টিফিকেশন সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফলে এসব পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই'র মান সনদ বিশ্ববাজারে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত সম্প্রতি বাংলাদেশের ২১টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই প্রদত্ত মানসনদ গ্রহণ করেছে। বিএসটিআই'র কেমিক্যাল ও ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির ৩৫ টি পণ্যের ৪১১টি প্যারামিটার ইতোমধ্যে এ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবসের আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিল্প পুরস্কার' প্রবর্তন করবে শিল্প মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু শিল্প পুরস্কার' প্রবর্তন করবে শিল্প মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সরকারের শিল্পমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর দায়িত্ব পালনের ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধুর একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিতে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদান তুলে ধরা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য আয়োজিত সভায় ১৫ মে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে সভায় শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি প্রধান অতিথি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বিশেষ অতিথি ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বছরব্যাপী শিল্প মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো পৃথকভাবে কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে সেমিনার, আলোচনা সভা, মোটর শোভাযাত্রা, সড়ক দ্বীপ ও ভবনে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা ইত্যাদি থাকবে। এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রধান ফটকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন সংগ্রামের চিত্র, শিল্প উৎপাদন, শিল্পখাতের উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে তৈরি ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হবে। সভায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়ভাবে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে শিল্প মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বাঙালি জাতি চির ঋণী। ব্যাপক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে এ ঋণের কথা স্মরণ করতে হবে। তিনি জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার ব্যাপক প্রচারের তাগিদ দেন। তিনি বলেন, পত্রিকার পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যমেও গৃহীত অনুষ্ঠানের প্রচার করতে হবে। এ ধরণের প্রচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরতে হবে।

দশ দিনব্যাপী জামদানি প্রদর্শনীর উদ্বোধন

প্রকৃত জামদানি তাঁতীদের মাঝে প্লট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

জামদানি মেলায় শিল্পমন্ত্রী এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী

জামদানি শিল্পনগরীর সকল প্লটে গুণগতমানের জামদানি শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের নজরদারি ও পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, এ শিল্পনগরীতে জামদানি তাঁতশিল্পী ছাড়া অন্য কারো নামে কোনো প্লট বরাদ্দ থাকলে, তা দ্রুত বাতিল করে প্রকৃত তাঁতীদের মাঝে বরাদ্দ দিতে হবে। শিল্পমন্ত্রী গত ১৬ মে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী জামদানি পণ্য প্রদর্শনী ও মেলা ২০১৯ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি যৌথভাবে এর আয়োজন করে। বিসিক চেয়ারম্যান মোঃ মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, ভারপ্রাপ্ত সংস্কৃতি সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি,ভারপ্রাপ্ত বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ মিজানুর রহমান এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রথম ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে ইতোমধ্যে জামদানিকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্য হিসেবে জামদানির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ উদ্যোগ জামদানির বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়াবে। এ শিল্পে পণ্য বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে বিসিক জামদানি তাঁতীদের মাঝে নকশা বিতরণ, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা, বিপণন অবকাঠামো তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। জামদানি শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বিসিক পরিচালিত গবেষণার সুপারিশ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক সহায়তা দেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, বেনারশি, সিল্ক, কাতানসহ বিভিন্ন বস্ত্র এবং পাট শিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার নির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে পদ্মা নদীর ওপাড়ে নতুন বেনারশি পল্লী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উদ্যোক্তাদের জন্য প্লট, ঋণ সুবিধা, আবাসন, শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে। জামদানি শিল্পের উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে বিসিকের পাশাপাশি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ও সম্ভব সব ধরনের সহায়তা দিতে আগ্রহী বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, জামদানি শিল্পের সাথে সরাসরি প্রায় ১৫ হাজার মানুষ জড়িত। প্রতিবছর দেশে গড়ে ১ লাখ পিসেরও বেশি জামদানি শাড়ি উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি জামদানি শাড়ি ও বস্ত্র ভারত, ভিয়েতনামসহ আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে রপ্তানি হচ্ছে। দশ দিন ব্যাপী আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে ২৫টি জামদানি শাড়ী ও বস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে স্থায়ী মার্কেট গড়ে তোলা হবে

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে স্থায়ী মার্কেট গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। শিল্পমন্ত্রী গত ২৯ এপ্রিল রাজধানীর মাইডাস সেন্টারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত পঞ্চম ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। এতে ফ্যাশন হাউজ সাদাকালোর স্বত্ত্বাধিকারী আজহারুল হক আজাদ, ফ্যাশন এন্টারপ্রাইজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি শাহীন আহমেদ, নারী উদ্যোক্তা তাহমিনা আমিন ইভা ও পারভিন আক্তার বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এসএমই ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান জোরদার হয়েছে। এতে করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমই উদ্যোক্তাদের বাজার সুরক্ষা এবং উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে। এসএমইখাতের আধুনিকায়ণ এবং স্বল্প সুদে উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা দিতে সরকার ইতোমধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে তিনি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বার্থে স্বল্প সুদে বেশি পরিমাণে ঋণের ব্যবস্থা করতে শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংয়ে দেশীয় ফ্যাশন ওয়্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে উল্লেখ করে তারা একে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানান। একই সাথে তারা জাতীয় তাঁত দিবস ঘোষণার জন্য শিল্পমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উল্লেখ্য, দিনব্যাপী আয়োজিত এ ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪৫ জন সম্ভাবনাময় নতুন নারী উদ্যোক্তা অংশ নেন। তাঁরা নিজেদের উৎপাদিত পাটজাত, চামড়াজাত ও হস্তশিল্প পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী প্রদর্শন করেন।

বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ২য় বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামের থিমেটিক সেশনে শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হবে বিআরআই

বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটি জোরদারের সুযোগ বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি। তিনি বলেন, এ উদ্যোগ বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিবেশি রাষ্ট্র এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সাথে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে বলে তিনি জানান। চীনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামের গত ২৫ এপ্রিল 'ব্যাপক পরামর্শ, যৌথ উদ্যোগ এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুফল ভোগের জন্য নীতি সহায়তা ও সম্মিলিত প্রয়াস জোরদারকরণ (Enhancing Policy Synergy under the Principle of Extensive Consultation, Joint Efforts and Shared Benefits)' শীর্ষক থিমেটিক সেশনে বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। বেইজিংয়ের চায়না ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারের মাল্টিফাংশানাল হলে এ সেশন আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার মহাপরিচালক লি ইয়াং এর সঞ্চালনায় থিমেটিক সেশনে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। এ সময় গণচীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফজলুল করিম উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী মুক্ত অর্থনীতির উন্নয়ন এবং বহুপক্ষীয় বাণিজ্য স্বার্থ সুরক্ষায় 'বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ' একটি সম্মিলিত প্রয়াস। এ উদ্যোগের সুফল ভোগে বাংলাদেশ এশিয়া অঞ্চল এবং এর বাইরের দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য কানেক্টিভিটি জোরদারে কাজ করছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক উন্নয়নের সাথে একীভূত হওয়ার বিষয়টিকে বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ দেশের জাতীয় শিল্পনীতিতে টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে লিংকেজ স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে তিনি তুলে ধরেন। যে কোনো রাষ্ট্রের একক প্রচেষ্টার চেয়ে আঞ্চলিক কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মিলিত উদ্যোগ উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে অধিক কার্যকর উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, শিল্পায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, জ্বালানি নিরাপত্তা, ইনোভেশন ও পরিবেশ সুরক্ষার মত বিষয়গুলোতে সম্মিলিত উদ্যোগ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে। বাংলাদেশে ব্যাপকহারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, দ্রুত শিল্পায়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রচুর সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চীন সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করতে পারে। চীন ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার এবং গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেবে এনপিও

কৃষিখাতে শ্রমিক সংকট নিরসনে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি করা হবে। এছাড়া, প্রথাগত কৃষি উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক রূপ লাভ করায় এ খাতে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির বিদ্যমান সুযোগ পণ্য বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে কাজে লাগানো হবে। গত ২৬ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের (এনপিসি) ত্রয়োদশ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দেশের শিল্প ও সেবাসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্ম-কৌশল নির্ধারণের জন্য এ সভার আয়োজন করা হয়। শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, বিদ্যুৎ, শিল্প, বাণিজ্য, পাট ও বস্ত্র, তথ্য, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও তথ্য যোগাযোগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বেপজা, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, এমসিসিআই, বিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, নাসিব ও বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, এনপিও, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রতিনিধিসহ কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিল্প, সেবা ও কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এসময় জানানো হয়, বাংলাদেশে শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতার হার এখনও শতকরা ৫০ ভাগের নিচে। এশিয়ার প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোতে উৎপাদনশীলতার হার ৬০ শতাংশের বেশি। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্য টিকে থাকার জন্য শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কারখানা ব্যবস্থাপনায় জড়িত মধ্যম পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় জানানো হয়, কৃষি ও শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এনপিও নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এনপিও'র উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। চামড়া শিল্প এবং রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি ও সার শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কর্মসূচি

গ্রহণ করবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় শিল্প প্রতিমন্ত্রীকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের (এনপিসি) সহসভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদারের লক্ষ্যে বছরে চারবার এনপিসি'র সভা আয়োজন এবং এনপিও পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল ও সুপারিশ পরবর্তী এনপিসি'র সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকলে হলে, খাতভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে খাতভিত্তিক গবেষণা সেল ও পৃথক কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আয়োজন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পপণ্য বৈচিত্র্যকরণ ও শিল্প দক্ষতা বাড়ানোর কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তিনি এ লক্ষ্যে এনপিসির সদস্যভুক্ত মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদেরকে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার নির্দেশনা দেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সকল খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কার্যকর প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে শিল্পমন্ত্রী জাতীয় উৎপাদনশীলতা বার্তা (এনপিও বার্তা) এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

লবণ শিল্পের উন্নয়নে লবণ বোর্ড গঠন করা হবে

বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতির নেতাদের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী

লবণ চাষিদের সুরক্ষা এবং লবণ শিল্পের উন্নয়নে একটি লবণ বোর্ড গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি। তিনি বলেন, এ বোর্ডে লবণ শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এর মাধ্যমে লবণ শিল্পের আধুনিকায়ন এবং লবণ চাষিদের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতির নেতাদের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী গত ২৩ এপ্রিল এ কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ লবণ মিল মালিক সমিতির সভাপতি নূরুল কবির, সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ মোতাহেরুল ইসলাম, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান ডা. মোঃ আখতারুজ্জামান, বিসিকের পরিচালক আতাউর রহমান ছিদ্দিকী, সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্প পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শফিকুল আলমসহ মালিক সমিতির অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে লবণ শিল্পের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় সোডিয়াম সালফেট আমদানি করে তা ভোজ্য লবণ হিসেবে বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত সোডিয়াম সালফেটের ওপর শুল্কহার বৃদ্ধি, কসটিক সোডা উৎপাদনকারী কারখানাগুলোর অনুকূলে যাচাই বাছাই করে সোডিয়াম ক্লোরাইড আমদানির অনুমতি প্রদান এবং লবণ বোর্ড গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে লবণ মিল মালিক সমিতির নেতরা বলেন, লবণ আমদানিতে শতকরা ৯৩ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করতে হলেও এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী মাত্র ৩২ শতাংশ শুল্কে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করে তা প্যাকেটজাত লবণ হিসেবে বাজারে বিক্রি করছে। এর ফলে প্রকৃত লবণ মিল মালিক ও লবণ চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই সাথে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য হুমকীর মুখে পড়তে পারে। তারা আসন্ন বাজেটে বাণিজ্যিকভাবে সোডিয়াম সালফেট আমদানির ক্ষেত্রে শতভাগ শুল্কারোপের জন্য এনবিআরের কাছে সুপারিশ করতে শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সাথে তারা কস্টিক সোডা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে যাচাই বাছাই করে লবণ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণের তাগিদ দেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় লবণ চাষিদের স্বার্থ সুরক্ষা সরকারের দায়িত্ব। লবণ চাষিদের কল্যাণে সরকার সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা দেবে। শুল্ক সুবিধা নিয়ে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করে তা ভোজ্য লবণ হিসেবে বাজারে বিক্রয় বন্ধ করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে শিগ্‌গির দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজন করা হবে বলে তিনি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন। শিল্পমন্ত্রী এ লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মালিক সমিতির প্রতি পরামর্শ দেন। লবণ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে বিসিকের মাধ্যমে উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

অটোমেটিক হলো ব্রিকস্ উৎপাদনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা

অটোমেটিক হলো ব্রিকস্ উৎপাদনকে শিল্প হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে তৈরি হওয়ায় একে শিল্পের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। গত ২০ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটির (ইসিএনসিআইডি) সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এতে সভাপতিত্ব করেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য সাহিন আহমেদ চৌধুরী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব রৌনক জাহানসহ শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, বস্ত্র ও পাট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, কৃষি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও বন, ভূমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহিলা ও শিশু, বিদ্যুৎ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিসিক, বিসিআইসি, বিনিয়োগ বোর্ড, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এসএমই ফাউন্ডেশন, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, আইসিবি, বেপজা, বেজা, চট্টগ্রাম চেম্বার, বিসিআই, এমসিসিআই, নাসিব, বাংলাদেশ অটো ব্রিকস্ ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন, বাংলা ক্রাফট, বিজিএপিএমইএ ও বিপিজিএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশব্যাপী শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় যুগোপযোগী জাহাজ নির্মাণ শিল্প নীতিমালা প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমিতে যৌথ উদ্যোগে বা পিপিপির আওতায় শিল্পস্থাপন, বিসিকে ওয়ান স্টপ সেবা সেল স্থাপন, জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা যাচাই প্রকল্প বাস্তবায়ন, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প নীতিমালা প্রণয়ন, অনগ্রসর এলাকায় শিল্প সম্প্রসারণ, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ, শিল্পে দ্রুত ইউটিলিটি সংযোগ প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় শিল্পমন্ত্রী বর্তমান সরকারকে ব্যবসা ও শিল্পবান্ধব সরকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ব্যবসা করা নয়, শিল্প উদ্যোক্তাদের সহায়তা করাই সরকারের কাজ। এ নীতির ভিত্তিতে শিল্প মন্ত্রণালয় উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। তিনি শিল্পায়নের স্বার্থে উদ্যোক্তাদের যে কোনো ধরণের হয়রানি থেকে মুক্তি দিতে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার জন্য কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেন। তিনি কথায় নয়, কাজে ওয়ান স্টপ সেবা নিশ্চিত করার তাগিদ দেন। রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার জমি কোনোভাবেই বিক্রি করা হবে না উল্লেখ করে তিনি শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে বলে মন্তব্য করেন। সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে যে কোনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুশিয়ার করেন।

চামড়া শিল্পখাতে ব্রিটিশ বাঙালি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরামর্শ

শিল্পমন্ত্রীর সাথে ব্রিটিশ উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদলের বৈঠক

বাংলাদেশের উদীয়মান চামড়া শিল্পখাতে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি। তিনি বলেন, চামড়া শিল্পের কাঁচামালে বাংলাদেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এখাতে শিল্প স্থাপন করলে কাঁচামাল আমদানির কোনো প্রয়োজন হবে না। তিনি উচ্চ প্রযুক্তির ট্যানারি এবং পাদুকা উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে ব্রিটিশ বাঙালি উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ সফররত ব্রিটিশ উদ্যোক্তা প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠক কালে শিল্পমন্ত্রী এ পরামর্শ দেন। গত ১৬ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগের সঞ্চালনায় বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্পখাতে বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ সলিম উল্লাহ। এ সময় বিডার পরিচালক গাজী এ.কে.এম ফজলুল হক, ইউকে বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি বজলুর রশিদ, পরিচালক ফারজানা নীলা, ওলি খান, আবদুল কিউ খালেক (জামাল), এমএ চৌধুরী, বুলবুল ইসলাম, করিম মিয়া, এমকে জামানসহ প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্পখাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ কিংবা যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের দেয়া সুবিধাদি সম্পর্কে তুলে ধরা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৫০টি অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকা উপস্থাপন করে এসব প্রকল্পে ব্রিটিশ বাঙালিদের বিনিয়োগের আহবান জানানো হয়। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে ব্রিটিশ বাঙালিদের নাড়ির সম্পর্ক উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের শিল্পখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ বাঙালিরা উভয় দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে চামড়া, আইটি, পর্যটন, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, রন্ধন শিল্পসহ উদীয়মান শিল্পখাতগুলোতে বিনিয়োগের বিশাল সুযোগ রয়েছে। তিনি প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরকে নিজ নিজ জেলায় শিল্পখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখার আহবান জানান। এদেশে ব্রিটিশ বাঙালিদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জমি বরাদ্দ, অর্থায়নসহ যে কোনো বিষয় অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন। বৈঠকে সফররত প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের সফর বিনিময়ের প্রস্তাব করা হয়। শিল্পমন্ত্রী এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া বলে জানান।

উত্তরবঙ্গে ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে জেবিআইসি

বাংলাদেশে একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি)। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর ক্রমবর্ধমান ইউরিয়া সারের চাহিদা বিবেচনায় এটি স্থাপন লাভজনক হবে। নরসিংদী জেলার পলাশে বাস্তবায়নাধীন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের মতই উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্প হবে এটি। বাংলাদেশ সফররত জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের (জেবিআইসি) এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি'র সাথে গত ১৬ এপ্রিল বৈঠককালে এ প্রস্তাব দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জেবিআইসি'র নিউ এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালক ফুমিউ সুজুকি, উপদেষ্টা ইয়াসুয়ুকি ইয়ামাতু, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান প্রতিনিধি ইয়াসুকি কমিনামি, বিসিআইসি'র পরিচালক (বাণিজ্যিক) মোঃ আমিন উল আহসান এবং ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পের পরিচালক মোঃ রাজিউর রহমান মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, বাংলাদেশে ১৯৯০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি শিল্পখাতে বিনিয়োগ করে আসছে। এর মধ্যে কাফকো ফার্টিলাইজার প্রকল্প, ডিএপি ফার্টিলাইজার প্রকল্প এবং বিবিয়ানা গ্যাস ফায়ারড্ পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা তুলে ধরেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা আরও বলেন, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জেবিআইসি সব সময় পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কার্যকর প্রযুক্তির প্রয়োগের প্রতি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সড়ক, রেল ও বন্দর যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিকমিউনিকেশন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান সুষম আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। জেবিআইসি সম্প্রতি নরসিংদী জেলার পলাশে গৃহীত 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট (জিপিইউএফপি)' অর্থায়ন করছে। নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের নিশ্চয়তা পেলে তারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিল্পখাতে আরও বিনিয়োগ করবেন বলে জানান। শিল্পমন্ত্রী নতুন সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর ক্রমবর্ধমান সারের চাহিদা মেটাতে সরকার উত্তরবঙ্গে একটি ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিসিআইসি ইতোমধ্যে উত্তরবঙ্গে একটি সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাক-সমীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি সার কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে একটি পরিপূর্ণ প্রস্তাব পেশের জন্য প্রতিনিধিদলকে পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষা করে জাপানের যে কোনো বিনিয়োগ প্রস্তাবকে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 'ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রজেক্ট' শেষ করতে জেবিআইসি'র কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের সময়ক্ষেপণ গ্রহণযোগ্য হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল সাসটেইনিবিলিটি রিপোর্টিং' চালুর পরামর্শ

বাংলাদেশের শিল্পায়নে স্থায়িত্ব এবং ব্যবসায়ে নৈতিকতার চর্চা জোরদারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল সাসটেইনিবিলিটি রিপোর্টিং' চালুর পরামর্শ দিয়েছেন টেকসই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, শিল্প কারখানায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও বিজনেস প্রাকটিস পরিবর্তন করে কোনো ধরণের খরচ ছাড়াই উৎপাদনশীলতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্য সেবা এবং শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার তাগিদ দেন। ১৮ এপ্রিল রাজধানীর একটি হোটেলে "আজকের স্থায়িত্ব, আগামী দিনের উন্নত ভবিষ্যৎ (Sustainability Today, Better Future Tomorrow)" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ পরামর্শ দেন। বাংলাদেশে অবস্থিত নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্ক দূতাবাসের সহায়তায় নরডিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এ সেমিনার আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। এনসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত শার্লট স্কালাইটার, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এস্ট্রাপ পিটারসেন এবং নরওয়ের রাষ্ট্রদূত সিডসেল ব্লেকেন বিশেষ অতিথি ছিলেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। অনুষ্ঠানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পানি পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পুন:প্রক্রিজাতকরণ এবং অনলাইন সেফটি বিশেষজ্ঞরা আলোচনায় অংশ নেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, নরডিক অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক ক্রমেই উন্নয়ন সহযোগী থেকে বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বে রূপ নিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে নরডিকভুক্ত দেশগুলোতে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি কৃষিপণ্য, হাইটেক সামগ্রি, আইটি পণ্য ও সেবা রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পণ্য রপ্তানি করছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, টেকসই বিজনেস প্রাকটিসের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের আপস না করেই বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এদেশের অনেক কারখানা ইতোমধ্যেই ব্যবসায়িক স্থায়ীত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কারখানাগুলো বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পানি সাশ্রয়ী রং, রাসায়নিক ও নবায়ণযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের মত পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ সেমিনার বাংলাদেশে টেকসই বিজনেস প্রাকটিস গড়ে তুলতে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সেমিনারে বক্তারা বলেন, তৈরি পোশাকখাতে বাংলাদেশের ৬৮টি কারখানা ইতোমধ্যে গ্রীন ফ্যাক্টরির স্বীকৃতি পেয়েছে। আরও ৩শ'টি কারখানা এ স্বীকৃতির তালিকায় রয়েছে। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী এবং উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পে পরিবেশ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ব্যবসায়িক নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। তারা নরডিক অঞ্চলের দেশগুলোর পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পখাতে গুণগত পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেন।

স্টিল স্ট্রাকচার সেক্টরে শুল্ক বৈষম্য দূরীকরণের দাবি

স্টিল স্ট্রাকচার সেক্টরকে বাংলাদেশের একটি উদীয়মান শিল্পখাত হিসেবে উল্লেখ করে এখাতের উদ্যোক্তারা বলেছেন, বর্তমানে এ শিল্পখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় এখন অভ্যন্তরীণ স্টিল স্ট্রাকচারের চাহিদার প্রায় ৯০ ভাগ যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এ সেক্টর ১৫ বছর আগেও আমদানি নির্ভর ছিল। তারা দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় স্টিল স্ট্রাকচার সেক্টরে শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণের দাবি জানান। স্টিল বিল্ডিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এসবিএমএ) এর এক প্রতিনিধিদল গত ১৭ এপ্রিল শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি এর সাথে বৈঠককালে এ দাবি জানান। বৈঠকে এসবিএমএ'র সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মোঃ রেজওয়ানুল মামুন, উপদেষ্টা প্রশান্ত কুমার দাস, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য তোফায়েল আহমদে তপনসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে স্টিল বিল্ডিং শিল্পখাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় সংগঠনের নেতারা বলেন, দীর্ঘস্থায়িত্ব, স্থানান্তর সুবিধা এবং জানমালের নিরাপত্তা বিবেচনায় এনে দেশে স্টিল স্ট্রাকচারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে, সাম্প্রতিক সময়ে পাওয়ার প্লান্ট, এলএনজি, রেলওয়ে গ্রিডার, হাইওয়ে ব্রীজসহ বড় বড় প্রকল্পে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। সরকারি সুযোগপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলো শুল্কমুক্ত ফিনিস প্রোডাক্টস্ আমদানির সুবিধা পাওয়ায় এ শিল্পখাত অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা এ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসবিএমএ'র নেতারা বলেন, বর্তমানে বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা স্টিল স্ট্রাকচার সংশ্লিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে শতকরা ৫-১০ ভাগ হারে কাস্টমস্ ডিউটি প্রদান করলেও স্টিল বিল্ডিং ম্যানুফ্যাকচারার্সগণ এসব পণ্য আমদানিতে ২৫ শতাংশ কাস্টমস্ ডিউটি পরিশোধ করে থাকেন। তারা দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরণের শুল্ক বৈষম্য দূর করার দাবি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় সরকার সম্ভব সব ধরণের নীতি সহায়তা দেবে। তিনি স্টিল স্ট্রাকচারকে পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ উল্লেখ করে এ শিল্পের প্রসারে সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

বৈশাখী মেলা ১৪২৬ এর উদ্বোধন: পুরস্কার পেলেন ১০ কারুশিল্পী

শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী

১ বৈশাখ ১৪২৬ (১৪ এপ্রিল ২০১৯) বিকালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বিসিক ও বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ১০ দিন ব্যাপী 'বৈশাখী মেলা ১৪২৬' এর উদ্বোধন করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলা নববর্ষের আজকের দিনে গোটা বাঙালি জাতি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিল্পসমৃদ্ধ নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃপ্ত শপথ নেবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আবহমান বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও বিকশিত করে একটি শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকার কাজ করছে। এ জন্য দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নে বিসিক'কে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় মাইক্রো, ক্ষুদ্র, কুটির, মাঝারি, বৃহৎ, হাইটেক, সেবাসহ সকল শিল্পখাতের টেকসই বিকাশে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। বৈশাখী মেলা ও মাইক্রো, ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার একটি দৃষ্টান্ত। দেশে উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিপণনের জন্য মেলার আয়োজন একটি কার্যকর উদ্যোগ। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র, কুটির ও কারু শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। এ অনুষ্ঠানে ১০ জন কারুশিল্পীকে শিল্পমন্ত্রী ক্রেস্ট ও অভিজ্ঞান পত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেন। ১৪২৫ সালের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী হিসেবে পরেশ চন্দ্র দাশ 'কারুরত্ন' পুরস্কারে ভূষিত হন এবং ৯ জন কারুশিল্পী 'কারুগৌরব' পুরস্কার পান। মেলায় ২০০টি স্টল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হস্ত, কারুশিল্পী ও উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী প্রদর্শিত হয়।

সালফিউরিক এসিড প্লান্ট স্থাপনে বিনিয়োগের আগ্রহী অস্ট্রেলিয়ান প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে সালফিউরিক এসিড প্লান্ট স্থাপনে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান আউটেক সাউথ ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক। চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অবস্থিত টিএসপি কমপ্লেক্সে প্লান্ট স্থাপনের আগ্রহ দেখিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এটি নির্মিত হলে, সালফিউরিক এসিডের অভ্যন্তরীণ চাহিদা দেশীয় উৎপাদন থেকেই যোগান দেয়া সম্ভব হবে। আউটেক সাউথ ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক এর এক প্রতিনিধিদল গত ০৯ এপ্রিল শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি এর সাথে বৈঠককালে এ প্রস্তাব দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ.কে.এম. শামসুল আরেফীন, প্রতিনিধিদলের প্রধান ও আউটেক সাউথ-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রিস অর্মস্টন, ব্যবস্থাপক ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী সহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্পখাতে অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় টিএসপি কমপ্লেক্সে নতুন টিএসপি সার কারখানা স্থাপন, সালফিউরিক এসিড উৎপাদন এবং টিএসপি থেকে বাই প্রোডাক্ট উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। তিনি টিএসপি এবং সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের জন্য একটি সমন্বিত কারিগরি প্রস্তাব দাখিলের জন্য প্রতিনিধিদলকে পরামর্শ দেন। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূলে হলে সরকার এ বিষয়ে দ্রুত ইতিবাচক উদ্যোগ নেবে বলে প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে টিএসপি সারের চাহিদা প্রায় ৭ লাখ মেট্রিক টন। বিসিআইসি'র আওতাধীন চট্টগ্রাম টিএসপি কমপ্লেক্সের একটি ইউনিটে বছরে ১ লাখ মেট্রিক টন টিএসপি সার উৎপাদিত হয়। জাতীয় চাহিদার অবশিষ্ট অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে টিএসপি সার এবং সালফিউরিক এসিড উৎপাদনে যৌথ বিনিয়োগ দেশের জন্য লাভজনক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সমুদ্রগামী জাহাজ শিল্পের জন্য নীতি সহায়তা বৃদ্ধির দাবি

নতুন শিল্পনীতিতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকবে-শিল্পমন্ত্রী

সেবা শিল্প হিসেবে বাংলাদেশের পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ শিল্পের অনুকূলে রপ্তানিমুখী অন্য শিল্পের মত আর্থিক সুবিধা ও প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ ওশানগোয়িং শিপওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিওজিএসওএ) নেতারা। তারা বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবসাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিলেও অদ্যাবধি এখাত আর্থিক সুবিধা ও প্রণোদনা পায়নি। তারা তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পের অনুরূপ এ শিল্পে উৎসে কর, ডিউটি ড্র-ব্যাক, ইউডিএফ লোন, প্যাকিং লোনসুবিধাসহ নগদ প্রণোদনার জন্য শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ ওশানগোয়িং শিপওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধিদল শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি এর সাথে গত ০৭ এপ্রিল বৈঠককালে এ দাবি জানান। বৈঠকে শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম, বিওজিএসওএ'র সভাপতি আজম জে চৌধুরী, সহসভাপতি মোস্তফা কামাল ও শেখ বশির উদ্দিন, সেক্রেটারি জেনারেল রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবঃ) এএসএম আব্দুল বাতেন, সদস্য মোঃ শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতি বা 'ব্লু ইকোনোমি' এর প্রসার, সমুদ্র পথে পণ্য আমদানি রপ্তানিতে ফ্রেইট চার্জখাতে দেশীয় জাহাজের হিস্যা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে বিওজিএসওএ'র নেতারা বলেন, সরকারের নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা পেলে দেশীয় পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ শিল্পখাত দ্রুত বিকশিত হবে। বর্তমানে সমুদ্র পথে পণ্য আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ফ্রেইট চার্জ বাবদ খরচের ৯০ শতাংশেরও বেশি বিদেশি জাহাজ মালিকরা নিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় সমুদ্রগামী জাহাজ মালিকদের আয়করসহ অন্যান্য সুবিধা দিয়ে বছরে ফ্রেইট চার্জ বাবদ কমপক্ষে আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় সম্ভব। তারা এ শিল্পের বিকাশে সরকারের নীতি সহায়তা কামনা করেন। শিল্পমন্ত্রী দেশের আমদানি রপ্তানিতে সমুদ্রগামী জাহাজ শিল্পের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ শিল্পে করসহ অন্যান্য অসঙ্গতি পরীক্ষা করে তা যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবরে সুপারিশ করা হবে। ইতোমধ্যে সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থনীতির সুবিধা কাজে লাগাতে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করছে। জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা ও শিপ রিসাইক্লিং কার্যক্রমকে সরকার নীতি সহায়তা দিচ্ছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ শিল্পের প্রসারেও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নতুন শিল্পনীতিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকবে বলে তিনি জানান।

বিস্কুট শিল্পের বিকাশে নীতিমালা প্রণয়নের দাবি

শিল্পমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশ অটো বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক

দেশের উদীয়মান বিস্কুট এবং ব্রেড শিল্পের টেকসই বিকাশে একটি নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ অটো বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। তারা বলেন,এ লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে। নীতিমালাটি চূড়ান্ত হলে, খাদ্য শিল্পের গুণগতমান উন্নয়নের পাশাপাশি এ শিল্পখাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ অটো বিস্কুট অ্যান্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা গত ০৪ এপ্রিল শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি'র সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বৈঠককালে এ দাবি জানান। বৈঠকে সংগঠনের সভাপতি মোঃ শফিকুর রহমান ভূঁইয়া, উপদেষ্টা শরীফ এম. আফজাল হোসেন, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোঃ জামাল রাজ্জাক, মোবারক আলী, মোঃ নাজিম উদ্দিন, মাজহারুল হাসান খানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে নিরাপদ খাদ্য শিল্পখাত গড়ে তোলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় বিস্কুট এবং ব্রেড শিল্পের গুণগত মানোন্নয়ন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। এসময় সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাজারে জনপ্রিয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ব্রেড ও বিস্কুটের নাম নকল করে প্রায় একই নামে কিংবা কাছাকাছি নামে ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সংগ্রহ করে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য বাজারজাত করা হচ্ছে। এর ফলে মূল উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। একই সাথে ভোক্তা সাধারণও নিম্নমানের পণ্য কিনে প্রতারিত হচ্ছেন। তারা ট্রেডমার্কস্ নিবন্ধন এবং পণ্য বাজারজাতকরণের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে পরীক্ষার জন্য ডিপিডিটি এবং বিএসটিআই'র প্রতি নির্দেশনা দিতে শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, পরিবেশবান্ধব কারখানা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। খাদ্যের গুণগতমানের ক্ষেত্রে সরকার কোনো ধরণের ছাড় দেবে না। জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের খাদ্যপণ্য নকলের অসাধু প্রবণতারোধে শিল্প মন্ত্রণালয় কঠোর অবস্থান নিয়েছে। তিনি অভ্যন্তরীণ বিশাল বাজারের পাশাপাশি রপ্তানির সুযোগ কাজে লাগাতে বাংলাদেশে বিশ্বমানের খাদ্য শিল্প গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। একই সাথে তিনি হালাল খাদ্যের রপ্তানি বাড়াতে হালাল সার্টিফিকেশন সম্পন্ন ব্রেড, বিস্কুটসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্য উৎপাদনের তাগিদ দেন।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প নীতি প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা দেবে নরওয়ে

বাংলাদেশে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণ শিল্প বিকাশে 'জাহাজ নির্মাণ নীতি ' প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা করবে নরওয়ে। এছাড়া, টেকসই বেসরকারিখাতের উন্নয়নে একটি 'বেসরকারিখাত উন্নয়ন নীতি 'প্রণয়নেও দেশটি প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে আগ্রহী। বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত সিডসেল ব্রেকেন গত ০২ এপ্রিল শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি এর সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বৈঠককালে এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় শিল্পখাতে দক্ষ জনবল তৈরি, পানি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, ব্যবসার সুযোগ সহজীকরণ, বিনিয়োগবান্ধব আইন ও নীতি কাঠামো প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের বিনিয়োগবান্ধব নীতি কাঠামোর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এর ফলে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের সৌর বিদ্যুৎসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানিখাতে নরওয়ের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহ রয়েছে বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী নরওয়েকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শিল্পখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে সরকার একটি শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। নরওয়ে এক্ষেত্রে গবেষণা, প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা দিতে পারে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে নরওয়েসহ উন্নত বিশ্বে রপ্তানিযোগ্য জনবল তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ এবং বেসরকারিখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নে আগ্রহের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনে কাজ করছে। এসডিজির শিল্প সম্পর্কিত ৬, ৯ ও ১২ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর আলোকে বর্তমান সরকার থ্রিআর নীতি প্রণয়ন করছে। তিনি শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক সহায়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারখানাগুলোর খালি জায়গায় সরকারি-সরকারি, সরকারি- বেসরকারি এবং ব্যবসায়ী-ব্যবসায়ী যৌথ বিনিয়োগে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসতে নরওয়ের উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান।

সাভার চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি পরিচালনায় কোম্পানি গঠিত

সাভার চামড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) পরিচালনার জন্য 'কঠিন বর্জ্য পরিশোধন কোম্পানি' নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। গত ৩০ জুন এটি গঠন করা হয়। এর আগে গত ২৩ মে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এর সাথে চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সাভার চামড়া শিল্পনগরীর সার্বিক বিষয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত হল এ কোম্পানি। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, বিসিক চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসান, এলএফএমইএবি'র চেয়ারম্যান মোঃ সাইফুল ইসলাম, বিএফএলএলএফইএ এর চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিনসহ বুয়েট, বিসিক এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সাভার চামড়া শিল্পনগরীর সার্বিক অবস্থা বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় ট্যানারি মালিকদের পক্ষ থেকে প্লটের মূল্য কমানোর দাবি, সলিড বর্জ্য ডাম্পিংয়ের ব্যবস্থাকরণ, ট্যানারি মালিকদের ক্ষতি পূরণের অর্থ পরিশোধ এবং লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের কমপ্লায়েন্স অনুসরণের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, চামড়া শিল্পনগরীর প্রতি বর্গফুট জায়গা উন্নয়নের জন্য সরকারের ১ হাজার ৭০০ টাকা খরচ হলেও উদ্যোক্তাদের স্বার্থ বিবেচনা করে তা প্রতি বর্গফুট ৪শ' ৭১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্লটের মূল্য কমানোর আর কোনো সুযোগ নেই। যেসব ট্যানারি মালিক স্থানান্তরের শর্ত পূরণ করেছেন, তাদের অনুকূলে শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করেছে। সভায় জুলাই, ২০১৯ এর মধ্যে প্রত্যেক ট্যানারি মালিককে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ট্যানারির উৎপাদন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় জানানো হয়, সাভার চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি'র অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি সিডিউল অনুযায়ী প্রিশিপমেন্ট ইন্সপেকশন (পিএসআই) শেষে স্থাপন করা হবে। চীনা ঠিকাদার কোম্পানি চার মাসের মধ্যে সিইটিপি পুরোপুরি চালু এবং দেশীয় জনবলকে প্রশিক্ষিত করে কোম্পানির কাছে পরিচালনার দায়িত্বভার হস্তান্তর করবে। এছাড়া, চামড়া শিল্প নগরীর সলিড বর্জ্য ডাম্পিংয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করার বিষয়েও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ট্যানারি মালিকরা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের কমপ্লায়েন্স সনদ অর্জনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা বলেন, এটি দ্রুত না করা হলে, ২০২১ সাল নাগাদ চামড়া শিল্পখাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হবে। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব রয়েছে। যেসব ট্যানারি মালিক জমির নির্ধারিত মূল্য পরিশোধে আগ্রহী নন, তাদের প্লট বাতিল করা হবে। ইতোমধ্যে অনেক চামড়া শিল্প উদ্যোক্তা সরকার নির্ধারিত মূল্যেই প্লটের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে তিনি জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ব্যবসায়ী ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে সরকার ট্যানারি মালিকদের অনেক সুবিধা দিয়েছে। এ শিল্পের স্বার্থে আইনের আওতায় ভবিষ্যতেও যতটুকু সুবিধা দেয়া সম্ভব, তা দেয়া হবে। তবে জমির মূল্য কোনোভাবেই কমানো হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অটোমোবাইল শিল্পের বাজার ধরে রাখতে দেশেই গাড়ি তৈরি করতে হবে

১৪তম ঢাকা মোটর শো'র উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রী

বাংলাদেশে অটোমোবাইল শিল্পের বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, দেশেই মোটর গাড়ি তৈরি করে এ বাজার ধরে রাখতে হবে। আমদানিকৃত গাড়ির ওপর নির্ভরশীল হয়ে এ বাজার অন্যের হাতে তুলে দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে মোটর গাড়ি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহবান জানান। শিল্পমন্ত্রী ১৪ মার্চ রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ১৪তম ঢাকা মোটর শো'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহবান জানান। বেসরকারি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান সেমস গ্লোবাল তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। মোটর শো'র পাশাপাশি একই ছাদের নিচে ৫ম ঢাকা বাইক, ৪র্থ ঢাকা অটো পার্টস ও ৩য় ঢাকা কমার্শিয়াল অটোমোটিভ শো'র আয়োজন করা হয়। সেমস্ গ্লোবাল এর প্রেসিডেন্ট মেহেরুন এন. ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আরইএল মোটরস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিয়াদ হাসনাইন, র‍্যাংকন মোটর বাইকস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাওন হাকিম, এনার্জি প্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেডের পরিচালক এনামুল হক চৌধুরী ও কর্ণফুলী গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক আনিস-উদ-দৌলা বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী অত্যাধুনিক অটোমোবাইল শিল্প বিকাশের ফলে আমদানিকৃত রিকন্ডিশন গাড়ি খুব শিগগির বাজার হারাবে। এর ফলে বাংলাদেশে রিকন্ডিশন গাড়ি ডাম্পিং করার জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। এ বাস্তবতায় তিনি গাড়ি সংযোজন কিংবা আমদানির পরিবর্তে নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি উৎপাদনের তাগিদ দেন। এখাতে দেশীয় শিল্পপতি বানাতে শিল্প মন্ত্রণালয় জায়গা বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় সব ধরণের সহায়তা দেবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, তিন দিনব্যাপী এ বহুমাত্রিক প্রদর্শনীতে ১৬টি দেশের আড়াই শতাধিক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এতে অটোমোবাইল শিল্পখাতে উদ্ভাবিত সর্বশেষ ডিজাইনের মোটরবাইক, স্কুটারস, গাড়ি, স্পোর্টস ইউটিলিটি, মাল্টি ইউটিলিটি ও বাণিজ্যিক যানবাহন, বাস, ট্রাক, থ্রি হুইলার, বিকল্প শক্তিচালিত যানবাহন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি এসব যানবাহন সংশ্লিষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ, গ্যারেজ ও গ্যারেজ সরঞ্জাম, বীমা ও পরিসেবা, অটোফাইন্যান্স ও লিজিং, আইটি ও লুব্রিকেন্টস, সিএনজি কিট, টায়ার ও হুইল, ডিজাইন ধারণা, অটো ইলেক্ট্রনিক, কোচবিল্ডার / ডিজাইন তুলে ধরা হয়।

মেগা ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনে আগ্রহী সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন্স

বাংলাদেশে একটি মেগা ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সৌদি আরবের বিখ্যাত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্স। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি পেট্রো কেমিক্যাল, চিনিসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় শিল্পখাতেও বিনিয়োগ করবে। সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন. হিজি এর নেতৃত্বে সৌদি আরবের এক ব্যবসায়ি প্রতিনিধিদল শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে বৈঠককালে এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১২ মার্চ এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মোঃ হাইয়ুল কাইয়ুমসহ সৌদি প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি বিসিআইসি এবং বিএসইসির সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের কথা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি এ চুক্তি স্বাক্ষরে সর্বাত্মক সহায়তার জন্য শিল্পমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এ চুক্তির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে আরও বিরাট অংকের সৌদি বিনিয়োগ আসবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ছাতকে সৌদি-বাংলাদেশ মৈত্রী সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড কারখানা এবং জেনারেল ইলেক্ট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি (জেমকো) এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পণ্য বৈচিত্রকরণে গৃহিত বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতীম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সৌদি বিনিয়োগ প্রস্তাবের প্রতি আস্থাশীল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৌদি বিনিয়োগের প্রতি খুবই আন্তরিক। এ জন্য সৌদি ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইম্যানশন্সের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসইসি ও বিসিআইসি বিনিয়োগের চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা দ্রুততার সাথে সমাধান করা হবে। ভবিষ্যতে সৌদি বিনিয়োগ বাড়াতে শিল্প মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গ্যাসোলিন ইঞ্জিনকার উৎপাদনে যৌথ বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান

বাংলাদেশে গ্যাসোলিন ইঞ্জিনকার ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে যৌথ অংশীদারিত্বে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান। এছাড়া, ইলেক্ট্রনিক হোম অ্যাপ্লায়েন্স (বৈদ্যুতিক গৃহস্থালী সরঞ্জাম) শিল্পেও এ দেশে বিনিয়োগের চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোয়াসিও ইজুমি গত ১২ মার্চ শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে বৈঠককালে এ আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম, অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাপান দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের শিল্পখাতের জাপানি বিনিয়োগ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, অটোমোবাইল শিল্পখাতে জাপানের কারিগরি সহায়তাসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের অনেক সুযোগ বিদ্যমান। বাংলাদেশে তুলনামূলক কম মজুরিতে জনশক্তি পাওয়া যায় উল্লেখ করে তিনি শিল্পায়নের মাধ্যমে এর সুফল কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের অটোমোবাইল শিল্পখাতে জাপানের বিনিয়োগের আগ্রহকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ক্রেতাদের মধ্যে টয়োটাসহ জাপানি ব্র্যান্ডের গাড়ির প্রতি এক ধরণের আস্থা রয়েছে। জাপানের হোন্ডা কোম্পানি ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসইসি'র সাথে যৌথ বিনিয়োগে হোন্ডা মোটর সাইকেল উৎপাদনের কারখানা গড়ে তুলেছে। তিনি গ্যাসোলিন ইঞ্জিন কারসহ জাপানি ব্র্যান্ডের মোটর গাড়ি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, চামড়াজাত পণ্য ও কাগজ শিল্পে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ সব সময় জাপানি বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু নির্মাণ, পদ্মা সেতুর প্রাক-সমীক্ষা, মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রকল্পে জাপান অর্থায়ন করেছে। বাংলাদেশে মোবাইল এক্সেসরিজ শিল্পেও জাপান বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে। জাপানের রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এর ফলে বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের শিল্পখাতের গুণগত মানোন্নয়নে জাপানের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

দেশের তৃতীয় জিআই পণ্য "চাপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম"

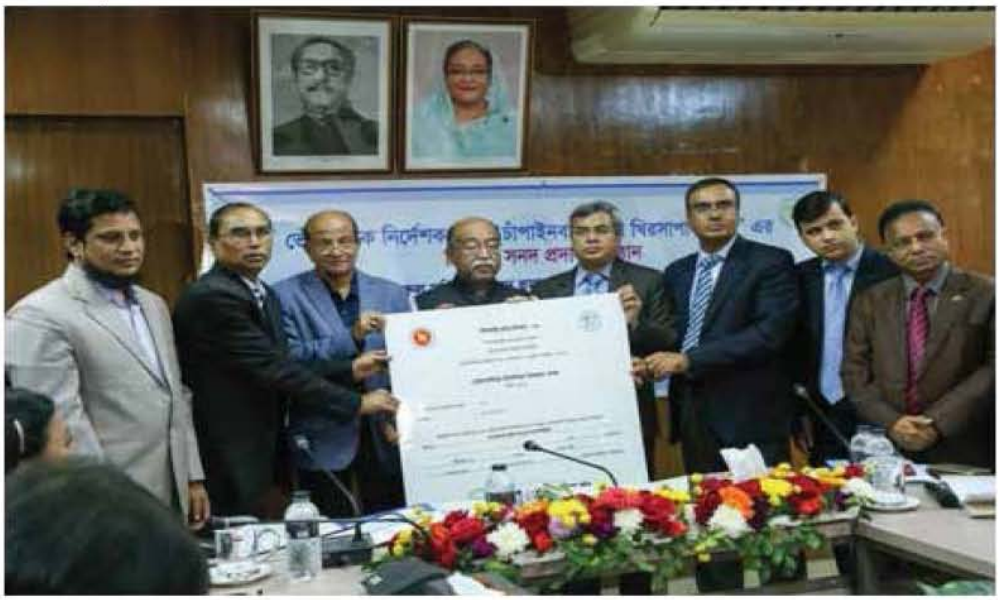

চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার হাতে খিরসাপাত আমের অনুকূলে জিআই সনদ হস্তান্তর

দেশের তৃতীয় পণ্য হিসেবে 'চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম' জিআই নিবন্ধন সনদ লাভ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে ২৭ জানুয়ারি এ সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুল হালিম। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. শফিকুল ইসলামের হাতে এ সনদ হস্তান্তর করেন। এর আগে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে জিআই নিবন্ধন সনদ লাভ করে যথাক্রমে ইলিশ এবং জামদানি। অনুষ্ঠানে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) রেজিস্ট্রার মোঃ সানোয়ার হোসেন এবং সনদ গ্রহণকারী ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধান ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ আমচাষী সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, গুণগত মানের জন্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশি আমের বিশাল বাজার রয়েছে। আম দিয়েই বাঙালি জাতির নিজস্ব পরিচয় বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা সম্ভব।

জিআই নিবন্ধন সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী

শিল্প কারখানায় সচেতনতা বাড়িয়ে শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব

শিল্প কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতদের সচেতনতা ও নজরদারি বাড়িয়ে শতকরা ৫ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর জন্য কোনো ধরণের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে জাপানের ঐতিহ্যবাহী কাইজেন পদ্ধতির অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত ৩০ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ-টু-আই (a2i) প্রকল্পের আওতায় 'পাট কলে অনলাইন কাইজেন পদ্ধতির বাস্তবায়ন' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। এনপিও'র পরিচালক এস.এম. আশরাফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পাটকলে সনাতনী বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাইজেন বাস্তবায়নে সময় ও জনবল উভয়ই বেশি লাগে। এর ফলে প্রত্যাশিত উৎপাদনশীলতা অর্জন সম্ভব হয় না। অনলাইন কাইজেন সফ্টওয়্যার ব্যবহারের ফলে সহজেই উৎপাদন পদ্ধতি তদারকি করা সম্ভব। এতে করে অল্প সময় অধিক উৎপাদনশীলতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হয়। পাটকলে এ পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য বৈচিত্র্যকরণের প্রয়াস জোরদার করে পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে তারা মন্তব্য করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পসচিব বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ধানসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনশীলতা বাড়লেও পাট ও আখ ফসলের উৎপাদনশীলতা সে পরিমাণে বাড়েনি। এর ফলে পাট ও চিনিকলগুলো ক্রমেই অলাভজনক হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি পাটের বিকল্প হিসেবে সস্তায় অন্য পণ্য উৎপাদনের ফলে পাট শিল্প মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ অবস্থার উত্তরণে তিনি পাট শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে পাটকলগুলোতে অনলাইন কাইজেন পদ্ধতি চালু এ শিল্পের গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ৩৫টি পাট কলের নির্বাহী ও কারিগরি শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেয়। এতে অনলাইন কাইজেন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন কার্যক্রম মনিটরিংয়ের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

শিগগিরই অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পনীতিমালা প্রণয়ন করা হবে

জাতীয় অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধি এবং এখাতের টেকসই বিকাশের লক্ষ্যে শিগগিরই অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পনীতিমালা করবে শিল্প মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (আইএসআইএসসি) নীতিমালার একটি রূপরেখা প্রণয়নের কাজ করছে। খুব শিগ্‌গিরই এর খসড়া চূড়ান্ত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। এর ভিত্তিতে শিল্প মন্ত্রণালয় নীতিমালা করবে। গত ২৭ এপ্রিল রাজধানীর পূর্বাণী হোটেলে আয়োজিত 'অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতের জন্য নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা (Drafting Policy Guideline for the Informal Sector Industries) শীর্ষক কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) আওতায় গঠিত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (আইএসআইএসসি) এর আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগের সভাপতিত্বে কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএসআইএসসি'র পরামর্শক ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব সুষেণ চন্দ্র দাস। এতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক হোসেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি তমো পৌটিয়ানেন (Toumo Poutiainen), আইএসআইএসসি'র চেয়ারম্যান মির্জা নূরুল গণি শোভন বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় জানানো হয়, বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৮৭ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ নারী-পুরুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করে, যাদের প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাত। মোট দেশজ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান বিবেচনা করে দ্রুত একটি নীতিমালা চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে এ খাতের বিপুল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিদ্যমান সম্ভাবনা কাজে লাগাতে একটি মানসম্মত খসড়া রূপরেখা প্রণয়নের জন্য আইএলও'র সহযোগিতায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (আইএসআইএসসি) 'স্ট্রেনদেনিং দ্যা ক্যাপাসিটি অব আইএসআইএসসি টু ফরমুলেট ড্রাফ্ট পলিসি গাইডলাইনস্ ফর ইনফরমাল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (Strengthen the capacity of ISISC to formulate draft policy guideline for informal sector development)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পাবলিক সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোতে উন্নত পারফরমেন্স ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে উন্নয়নের মিরাকল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশের তালিকায় অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্রয় ক্ষমতার বিবেচনায় বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৩২তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হলেও ২০৩০ সালের মধ্যে এ দেশ বিশ্বের ২৮তম এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। গত ১৯ মে রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত "আধুনিক পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নত কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা (Advanceed Preformance Management for Modern Puclic Sector Organization)"শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং জাপান ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) যৌথভাবে পাঁচ দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের পরিচালক এস.এম. আশরাফুজ্জামান এবং এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের শিল্পবিষয়ক প্রোগ্রাম অফিসার জোসে এলভিনিয়া (Jose Elvinia) বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। পাবলিক সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের কৌশল গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে অধীনস্ত দপ্তর ও সংস্থার চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার মধ্যবর্তী বাজেট কাঠামো চালু করেছে উল্লেখ করে শিল্পসচিব বলেন, এর ফলে মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলোর আর্থিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা এসেছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পারফরমেন্স মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে করে নির্ধারিত অর্থবছরে সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য তদারকি জোরদারের পথ সুগম হয়েছে। এ ধরণের মধ্যবর্তী বাজেট কাঠামোর অনুসরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর পাবলিক সেক্টর ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনতে সহায়তা করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, পাঁচ দিনব্যাপী এ কর্মশালায় চীন, ফিজি, ভারত, ইরান, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং স্বাগতিক বাংলাদেশসহ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১১টি দেশের ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং বেলজিয়াম, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও বাংলাদেশের ৪ জন উৎপাদনশীলতা বিশেষজ্ঞ অংশ নেন।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করছেন শিল্পসচিব

রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানায়
আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য সফ্‌টওয়্যার একাউন্টিং সিস্টেম চালুর পরামর্শ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চিনিকল, সার কারখানাসহ অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো লাভজনক করতে এগুলোর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আংশিক মালিকানাধীন বিভিন্ন কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরা। তারা কারখানাগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে বাধ্যতামূলকভাবে সফ্‌টওয়্যার একাউন্টিং সিস্টেম চালুর তাগিদ দেন। গত ৫ মে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আংশিক মালিকানাধীন বিভিন্ন কোম্পানির প্রধান নির্বাহীদের সাথে মন্ত্রণালয় মনোনীত পরিচালকদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম সভাপতিত্ব করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগের সঞ্চালনায় এতে কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেডের (কাফকো) এর চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) হাবিবুল্লাহ মঞ্জু, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ (বিটিএবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেহজাদ মুনিম, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেদার লেলেসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশ (বিটিএবি) এবং কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) এর পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা, বিপণন কৌশল, হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি, জনবলের প্রশিক্ষণ এবং সিএসআর কার্যক্রম নিয়ে পৃথক ভাবে তিনটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর উন্নয়নে কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত আলোচনায় প্রতিষ্ঠান তিনটির কর্মকর্তারা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানার উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা ও বিপণন দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ দেন। একই সাথে তারা এসব কারখানার জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ, আর্থিক স্বচ্ছতা ও হিসাব ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে খাতভিত্তিক কোর কমিটি গঠন করার পরামর্শ দেন। তারা কোম্পানি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদেরকে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে আরও নিবিড়ভাবে জড়িত হবার সুপারিশ করেন। তারা শিল্প মন্ত্রণালয়ের আগ্রহের প্রেক্ষিতে চিনি, সার এবং অন্যান্য পণ্য উৎপাদনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর জনবল ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়াতে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে সম্মত হন। সভাপতির বক্তব্যে শিল্প সচিব বলেন, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্প কারখানাগুলো লাভজনক করতে মন্ত্রণালয়ের আংশিক মালিকানাধীন কোম্পানি তিনটির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে। তিনি কোম্পানি তিনটির অনুসরণে বিসিআইসি, বিএসএফআইসি এবং বিএসইসি'র আওতাধীন কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপনা, হিসাব, উৎপাদন ও বিপণন কৌশল ঢেলে সাজানোর নির্দেশনা দেন। চিনি শিল্পকে কোনোভাবেই লোকসানি প্রতিষ্ঠানে হতে দেয়া হবে না বলে মন্তব্য করে তিনি এ শিল্পের উন্নয়নে বিটিএবি মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা আখ চাষিদের ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়কে একটি পেশাদার মন্ত্রণালয় হিসেবে উল্লেখ করেন এবং শিল্প ও বাণিজ্য সম্পৃক্তদের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের শক্তিশালী লিংকেজ গড়ে তোলার তাগিদ দেন।

অস্ট্রেলিয়ায় চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা সম্ভব
অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চাইলে পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাদ্দ দেয়া হবে -শিল্পমন্ত্রী

১১ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এম.পি বলেন, অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চাইলে পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল বরাদ্দ দেয়া হবে। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। ২০০৪ সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে বেড়ে ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির বিশাল সুযোগ রয়েছে, যা বিলিয়ন ডলারে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ, অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ওবায়দুর রহমান, সহসভাপতি নেসার মাকসুদ খান, মহাসচিব শাকিল আহমেদ খান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মহীউদ্দিন আহমেদ মাহিন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, শিল্পখাতে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ি প্রতিনিধিদলের সফর বিনিময়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় চেম্বারের নেতারা বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, সিরামিক ইত্যাদি রপ্তানি করছে। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে। নির্ধারিত

কমপ্লায়েন্স অনুসরণ করলে অস্ট্রেলিয়ায় চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানিও বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি পণ্যের বাজার প্রসারে চেম্বারের পক্ষ থেকে একক পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে বলে তারা শিল্পমন্ত্রীকে অবহিত করেন। শিল্পমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়াকে বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসায়িক ও উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণখাতে ইতোমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোক্তারা বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি বাংলাদেশের চিনি শিল্পখাতে বিনিয়োগে অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে চেম্বার নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশে গুণগতমানের চামড়াজাত পণ্য তৈরি ও মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগ আনতে চেম্বার নেতাদের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে রাসায়নিক সার, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, আইটি, ওষুধ ও চামড়া শিল্পখাতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। উদীয়মান এসব শিল্পখাতেও অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

ডিপিডিটির উদ্যোগে পেটেন্টের মাধ্যমে মেধা সম্পদের সৃজন ও সুরক্ষা শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

ডিপিডিটি আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিল্পসচিব

পেটেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৬ মার্চ ২০০৩ তারিখে ডিপিডিটির উদ্যোগে ঢাকা ক্লাবের সিনহা লাউঞ্জে পেটেন্টের মাধ্যমে মেধা সম্পদের সৃজন ও সুরক্ষা শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ সানোয়ার হোসেন। সেমিনারে পেটেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী এ সেমিনারে ডিপিডিটির রেজিস্ট্রার ও কর্মকর্তাবৃন্দ পেটেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। সেমিনার শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রার মোঃ সানোয়ার হোসেন।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এবং ব্রাক ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর

শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম এর উপস্থিতিতে ব্রাক ব্যাংকের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধিতে শিল্প মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ গত ২৫ এপ্রিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবদুল হালিম এর উপস্থিতিতে ব্রাক ব্যাংকের সাথে ১ বছর মেয়াদ সমঝোতা চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করেছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, পরিচালক(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোঃ আশিকুর রহমান, ব্রাক ব্যংকের হেড অব রিটেইল জনাব নাজনুর রহমান এটলাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ.ন.ম. কামরুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ। এই সমঝোতা স্মারকের (MOU) আওতায় ক্রেতারা এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড উৎপাদিত মোটরসাইকেল Equated Monthly Installments (EMI) এর মাধ্যমে ১২ থেকে সর্বোচ্চ ৩৬ মাসের কিস্তিতে ০% ইন্টারেস্টে ক্রয় করতে পারবেন।

চামড়াখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এনপিও'কে গবেষণার নির্দেশ

চামড়াখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এর সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে একটি কার্যকর গবেষণা করার নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পকে কমপ্লায়েন্ট হতে হবে। এ লক্ষ্যে চামড়া শিল্পসংশ্লিষ্ট শ্রমিক, কর্মচারি, টেকনিশিয়ান ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পরামর্শ দেন তিনি। শিল্পসচিব গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) আয়োজিত 'ট্যানারি ও লেদার শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও) পরিচালক এস এম আশরাফুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ বক্তব্য রাখেন। শিল্পসচিব বলেন, বর্তমান সরকার উদীয়মান চামড়া শিল্পখাতের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে সভার চামড়া শিল্পনগরী কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। ট্যানারি শ্রমিকদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে। তিনি ট্যানারি শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের পরামর্শ দেন। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ শিল্পখাতে ব্যবহৃত কাঁচামালের অপচয় হ্রাস করে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমানো সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মোঃ আবদুল হালিম আরও বলেন, আধুনিক ব্যবস্থাপনায় বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজনের জন্য যেটা বর্জ্য, অন্যের কাছে সেটার অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। ট্যানারি শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে শক্তিশালী লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এর মাধ্যমে জিডিপিতে চামড়া শিল্পখাতের অবদান ০.৫ শতাংশ থেকে ২০২৫ সাল নাগাদ ২.৫ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব হবে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চলছে উল্লেখ করে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স অনুসরণের মাধ্যমে এ ধরণের অপচেষ্টা রুখে দেয়ার পরামর্শ দেন।

আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনকালে শিল্পসচিব

প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা অর্জনে দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন জরুরি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা অর্জনের জন্য দায়বদ্ধ জনপ্রশাসন জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম। তিনি বলেন, জনপ্রশাসনে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি সেবাদানের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে। দায়বদ্ধ প্রশাসন ও জনবান্ধব সেবা প্রদানের ধারা জোরদার করতে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিজস্ব কৌশল গ্রহণ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিল্পসচিব গত ২১ এপ্রিল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার জন্য দায়বদ্ধ প্রশাসন (Accountable Governance for Productivity Growth and Competitiveness)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালার উদ্বোধনকালে এ মন্তব্য করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) যৌথভাবে এ কর্মশালাটির আয়োজন করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনপিও'র পরিচালক এস.এম. আশরাফুজ্জামান। এতে এপিও'র সচিবালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার ড. জোসে এলভিনিয়া (Dr. Jose Elvinia) বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, পাঁচদিন ব্যাপী আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এপিও সদস্যভুক্ত দেশগুলো থেকে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী ও ০৫ জন আন্তর্জাতিক রিসোর্স পার্সন অংশ নেন। এতে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জনে দায়বদ্ধ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর ফলে এসব দেশে জনপ্রশাসনে কর্মরতদের দক্ষতা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

"Workshop on Accountable Governance for Productivity growth & Competitiveness"
শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালা

আমাদের কথা

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ এখন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রেখেছে। ৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির বৃত্ত থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৮ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ডাবল ডিজিটি বা দুই অংকের জিডিপি প্রবৃদ্ধির স্বপ্ন এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থাগুলোর সকল সংশয় মিথ্যা প্রমাণ করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রাথমিক প্রাক্কলনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৩ শতাংশের কথা বলা হলেও চূড়ান্ত হিসাবে তা সংশোধন করে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বলে সংস্থাটির সাম্প্রতিক 'সাউথ এশিয়ান আপডেট' শীর্ষক প্রতিবেদনে তথ্য প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, আইএমএফ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছর মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে থাকবে বাংলাদেশ। অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ এশিয়ার প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত ও চীনকে ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের এ ধরণের টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধির পেছনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমান সরকারের শিল্প ও উদ্যোক্তাবান্ধব নীতি এবং কর্মসূচির ফলে দেশের শিল্পখাত ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিল্পায়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাত জোরদার হচ্ছে। শিল্প উৎপাদনে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এর ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫.১৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৩৩.৭১ শতাংশ। এটি ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিতে মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৯৯.৩০ শতাংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৭৫.৪২ শতাংশ। এ ধারা অব্যাহত রেখে আমরা নির্ধারিত ২০২১ সালের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের আগেই একটি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আশাবাদী। ষান্মাসিক শিল্পবার্তা শিল্প মন্ত্রণালয়ের ধারাবাহিক অগ্রগতি ও কার্যক্রমের একটি প্রতিচ্ছবি। এর মাধ্যমে শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন শিল্প মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগ ও কর্ম প্রয়াস সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এটি প্রকাশে মুদ্রণ প্রমাদ থাকতে পারে। যে কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় আমাদের। এজন্য পাঠক মহলের প্রতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ রইল।

সম্পাদনা পরিষদ

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব

প্রতুল কুমার সাহা
উপসচিব

মোঃ আবদুল জলিল
উপপ্রধান তথ্য অফিসার

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ
সিনিয়র তথ্য অফিসার

সহযোগিতায়ঃ

অমল চন্দ্র বিশ্বাস
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

নকশাঃ

জামিল আক্তার
নকশাবিদ, বিসিক

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইলঃ shilpabarta.moind@gmail.com, web:www.moind.gov.bd